VIVEKANANDA COLLEGE

THAKURPUKUR

KOLKATA- 700063

Topic: দীনবন্ধু মিত্র
Course Title: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (উনিশ শতক)
Paper: BNGHCC-3
Semester: 2nd
Module:1
Unit: খ
Name of the Teacher: Prof. Subrata Samanta
Name of Department: Bengali

পাশ্চাত্য সাহিত্যের William Shakespeare যেমন সমকালীন ক্রিস্টোফার মার্লোর বহু নাটক দ্বারা প্রভাবিত, অনুপ্রাণিত হয়ে ভাব আহরণ করে এলিজাবেথীয় যুগে বিশ্ববন্দিত নাট্যকাররূপে সম্মানিত হয়েছেন, তেমনই বলা যায় দীনবন্ধু মিত্র অগ্রবর্তী মধুসূদন দত্ত দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত। শুধু পার্থক্য এখানেই যে মধুসূদন এক মহাকাব্যোচিত মহিমা ও দেশ বিদেশের ধ্রুপদী পৌরাণিক ভাবাষঙ্গের নেপথ্য থেকে জীবনকে দেখেছেন, কিন্তু দীনবন্ধু জীবনকে দেখেছেন গ্রাম বাংলার সহজ বিকীর্ণতায়, নির্মোকহীন জনতার ভাঙাচোরা মুখের কথায় এবং জীবন ও হাস্যরসিকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিক্ষেপে।

'প্রত্যক্ষ স্বজনপ্রেম ও বিদেশী শাসকের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ' এবং 'সর্বব্যাপী সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সর্বব্যাপী সামাজিক সহানুভূতি' নিয়ে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে বাংলা নাট্যসাহিত্যে তাঁর আগমন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রেরণায় সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় কবিতাচর্চার মাধ্যমে প্রথম সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। নাট্যকার হিসেবে মূলত খ্যাতি 'নীলদর্পণ' নাটক রচনার জন্য।

নাট্যগ্রন্থাবলী: নীলদর্পণ (1860) নবীন তপস্বিনী (1863) কমলে কামিনী (1873)
প্রহসন: সধবার একাদশী (1866) বিয়ে পাগলা বুড়ো (1866) লীলাবতী(1867) জামাইবারিক (1872)

1860 সালে দীনবন্ধুর প্রথম নাটক নীলদর্পণ নাটকে শক্তিমদমত্ত অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবাণী রুদ্ধকন্ঠে ঘোষিত। প্রকাশকালে নাট্যকারের নামের পরিবর্তে "নীলকর -বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর- ক্ষেমঙ্করেণ-কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং" ছদ্মনাম ছিল। নাটকটির কিছু উদ্দেশ্য ছিল

- ইংরেজদের স্বার্থপরতা ত্যাগ
- নিরাশ্রয় প্রজাদের মঙ্গল

গ্রন্থটি পাদ্রি জেমস্ লঙের নামে "NIL DURPAN"/ "THE INDIGO PLANTING MIRROR" নামে অনূদিত হওয়ায় গ্রন্থটির মুদ্রাকর C.H Manuel-এর বিরুদ্ধে ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক মামলা করেন। বিচারে লঙের কারাবাস ও ম্যানুয়েলের জরিমানা হয়।

নীলদর্পণ গ্রন্থটির বিষয় নীল চাষ, নীলকরদের অত্যাচার ও সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনী। দেশের অসহায় প্রজাদের দুঃসহ লাঞ্ছনার বাস্তব চিত্র এই নাটকে রূপ লাভ করেছে। নাটকে নাট্যকারের চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গে স্বয়ং

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন-"তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন।"

দীনবন্ধুর পরবর্তী নাটকগুলি মূলত হাস্যরসাত্মক এবং প্রহসন জাতীয়। তিন অঙ্কে বিন্যস্ত সধবার একাদশীর বিষয়বস্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতার উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের পানাসক্তি, লাম্পট্য প্রভৃতি চারিত্রিক ভ্রষ্টতার কাহিনী। অপর একটি প্রহসন বিয়ে পাগলা বুড়ো মধুসূদনের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ অনুকরণে রচিত। একটি নিখুঁত হাস্যরসপ্রধান প্রহসন হিসেবে বিয়ে পাগলা বুড়ো এক অনবদ্য সৃষ্টি। কোন গভীর জীবন সমস্যার কথা নেই; ধারালো কথার ঝলক নেই, কেবল হাস্যরসের ফল্গুধারায় প্রহসনটি স্নিগ্ধ ও মধুর। তৃতীয় প্রহসন জামাই বারিক বিশুদ্ধ প্রহসনের অন্যতম দৃষ্টান্ত। সম্পূর্ণ বাস্তব সমস্যা অবলম্বনে রচিত এই প্রহসনে পূর্বের কুলীন জামাতাদের নিষ্কর্মা অবস্থায় ঘরজামাই থাকার মত করুণ অবস্থা এই প্রহসনের মূল বিষয়। এদের করুণ অবস্থা ও দুঃখের কথা দরদী নাট্যকার হাস্যরসের অনাবিল স্রোতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।

বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতার অগ্রদূত দীনবন্ধু মিত্রের সর্বব্যাপী সামাজিক সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতার মত অসাধারণ গুণ যেভাবে সর্বত্র বিকশিত তা প্রশংসনীয়। তাঁর শিল্পীমানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বস্তুচেতনা, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি যা দেখেছেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচিত সাহিত্যে।